রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চণ্ডালিকা

আত্মজাগরণের পালা

সম্পাদনা

স্বপন কুমার আশ

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

ROBINDRANATH THAKURER 'CHANDALIKA' ATMAJAGORANER PALA
A Collection of esscies on the Drama 'Chandalika', Edited by Swapan Kumar Ash, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-9, September : 2021, Rs. 180.00

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক/লেখক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশিত তথ্য ও মতামতের দায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট লেখকের।

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-90993-44-4

মূল্য : একশো আশি টাকা

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও রবীন্দ্র-অনুরাগী
শ্রীদীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীঅরুণকুমার গুহ-র
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে।

সূচিপত্র

চণ্ডালিকা প্রসঙ্গে	৯	তপন মণ্ডল
রবীন্দ্রনাথের দলিতচেতনা ও 'চণ্ডালিকা'	১৪	সনৎকুমার নস্কর
রবীন্দ্রনাট্যে বহুসাংস্কৃতিকতা : প্রেক্ষিত মহাযানী বৌদ্ধসাহিত্য ও চণ্ডালিকা	২৬	মনামী বসু
চণ্ডালিকা : বৌদ্ধ প্রভাব	৩৭	জয় দাস
চণ্ডালিকা : প্রকৃতি ও প্রকৃতি জননী	৪৩	নকুলচন্দ্র বাইন
আনন্দ : রবীন্দ্রনাথের এক মহান মানব	৪৮	জয়শ্রী রায়
কাঙ্ক্ষিত প্রথম পুরুষ	৫৩	অপূর্বকুমার সাহা
চণ্ডালিকা : নামকরণ	৫৯	স্বপন কুমার আশ
চণ্ডালিকার সংলাপ ও বাক্‌ভঙ্গি	৬৪	চিত্রা সরকার
চণ্ডালিকা : রসবিচার	৬৯	ললিতা রায়
রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা : গঠনশৈলীর অন্দরে	৭৪	অরুণ কুমার সাঁফুই
চণ্ডালিকা : রূপ ও রূপান্তরে	৮২	অভিজিৎ বিশ্বাস
'চণ্ডালিকা'-র গান : গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য	৮৯	পিনাকেশ সরকার
মূল নাটক 'চণ্ডালিকা'	৯৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা : গঠনশৈলীর অন্দরে

অরুণ কুমার সাঁফুই

১.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' সময়ের দাবীকে মান্য করে রচিত। এক অর্থে এ-নাটকে রয়েছে সমকালীন ও চিরকালীন মুক্তির ডাক। সে মুক্তির ডাক অস্পৃশ্যতা নিবারণ মুক্তির ডাক। পরাধীন ভারতবর্ষে যখন মহাত্মা গান্ধীজি, বি. আর আম্বেদকর প্রমুখ রাষ্ট্রনেতৃবর্গ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সারা ভারতবর্ষে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই যুগে দাঁড়িয়ে নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চণ্ডালিকা' নাটকের মধ্য দিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলছেন স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে। 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নাটক রচনার নেপথ্য এক ইতিকথা আছে।

১৯৩৩ সালে গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ ছুটি কাটাতে যান। সেখানকার জিমখানা ক্লাবের সদস্যেরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রতিমা দেবী এবং শ্রীমতী দেবীও সেখানে ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী দেবীকে দিয়ে ওই অনুষ্ঠানে তাঁর 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতাটির নৃত্যাভিনয় করান। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যই কবিকে অনুপ্রাণিত করে দুটি স্ত্রী চরিত্র নির্ভর নাটক রচনা করার। তারই পরিকল্পনা দেখা গেল 'চণ্ডালিকা'তে—মা ও প্রকৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতাটির নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী একাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটকের কাহিনি পরিকল্পনা করেন দুটি চরিত্রকে সমানে রেখে। 'তাসের দেশ' রচনার কিছু আগেই রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাটকটি রচনা করেন। ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ চণ্ডালিকা রচিত হয় এবং ওই বছরে 'চণ্ডালিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথমে চণ্ডালিকায় চরিত্র ছিল মাত্র দুটি—প্রকৃতি ও মা। কবির ইচ্ছা ছিল শ্রীমতী দেবী ও নন্দিতা দেবীকে দিয়ে এই চরিত্র দুটিতে নৃত্যাভিনয় করাবেন। এটা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটকটি পরিকল্পনা করেন।

১৯৩৫ সালের ১৬ মার্চ, শান্তিনিকেতন আশ্রমের 'সিংহসদনে' প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় 'চণ্ডালিকা' গদ্য নাটকের অভিনয় হয়। প্রকৃতি ও মায়ের চরিত্রের পাঠ-অভিনয় করেন গৌরী দেবী ও ইন্দুলেখা দেবী। 'তাসের দেশ' অভিনয়ের আগে রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' গদ্য নাটকটির পাঠাভিনয় করেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গানের দল অংশগ্রহণ করে। নাচ ছাড়াই পরিবেশিত হয় চণ্ডালিকা। কিন্তু এ-অভিনয় নৃত্যনাট্যের অভিনয় বলা চলে না। চণ্ডালিকা নাটকের গদ্যাভিনয় হয়েছে বলা চলে। এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে উপস্থাপনার তাগিদ অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ গদ্যসংলাপে লেখা 'চণ্ডালিকা'কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তর করেন ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে প্রতিমা দেবী 'নবরূপায়িত চণ্ডালিকার নৃত্যাভিনয়ের খসড়া পরিকল্পনা করেন। এই খসড়া রচনাটি স্থান পেয়েছে শান্তিদেব ঘোষের 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ

প্রতিমা দেবীর নৃত্যনাট্যের ওই খসড়া দেখার পর 'চণ্ডালিকা'কে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

নৃত্যনাট্য হিসাবে 'চণ্ডালিকা' রচনার পিছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর নিরন্তর তাগাদা ও আগ্রহ। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,—

> "...আমার ছুটি নেই। বৌমা আগামী অভিযানের জন্যে চণ্ডালিকা তৈরী করতে চান। তাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমার উপরে ফরমাস আছে—রিহার্সালের কর্তৃত্ব আমাকে নিতে হবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে আরো লিখছেন,—

> "বৌমা চণ্ডালিকার উপসর্গে আমার ঘাড়ে এক দায় চাপিয়েছেন, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাথা চলছে চরকার মতো। সমস্ত চণ্ডালিকার গদ্য অংশটাকেও গানে রূপান্তরিত করতে হবে...তুমি জানো বৌমার কথা ঠেলবার শক্তি আমার নেই। বিশেষত তিনি যখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন আপনার যদি কষ্ট হয় তো করবেন না।"[২]

বস্তুত প্রতিমাদেবীর তাগিদেই জন্ম নিয়েছে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র (১৯৩৮)।

১৯৩৩ সালের গদ্য নাটক 'চণ্ডালিকা'য় ছিল—প্রকৃতি, মা এবং নাটকের অন্তিমে আনন্দ চরিত্রের মন্ত্রোচ্চারণময় উপস্থিতি। ১৯৩৮ সালের নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'য় সংযোজিত আকারে চরিত্র দাঁড়ায়—মা, প্রকৃতি, আনন্দ, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা, রাজবাড়ির অনুচর। এ-ছাড়া কোরাস চরিত্র হিসাবে আসে,—ফুলওয়ালির দল, মেয়েরা, ভিক্ষুগণ, ফসল কাটার আহ্বানে নারী-পুরুষের দল, বৌদ্ধ নারীর দল, আকর্ষণী মন্ত্রের জন্য মায়ের শিষ্য দল। নৃত্যনাটক 'চণ্ডালিকা'য় আনন্দ চরিত্রটি অনেক বেশি সক্রিয়তা পায়। ফিল্মের ভাষায় বললে বলা চলে, নৃত্যনাটক চণ্ডালিকায় 'অনেক বেশি ফুটেজ পেয়েছে আনন্দ চরিত্র'। দৃশ্যও বেড়েছে একটি। গদ্য-সংলাপ অনেকটা গীতি-সংলাপে পর্যবসিত হয়েছে। পংক্তি বিভাজন দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তা সম্ভবপর করে তুলেছেন। গদ্য নাটক 'চণ্ডালিকায়' ব্যবহৃত হয়েছে ১৫টি গান। তার মধ্যে সাতটি গান নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বাকীগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। গদ্যনাটকে স্তোত্রের ব্যবহার ছিল দুবার, নৃত্যনাট্যে পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার। শান্তিনিকেতনে ১৯৩৮ সালের ১৬ মার্চ, নৃত্য নাটক 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ হয়। এরপর এই বছরেই ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ কলকাতায় অভিনয় হয়। পূর্বের রচিত গদ্যনাটিকা,—নৃত্যনাট্যের ছায়ায় হারিয়ে যায়। চরিত্র বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নানা রদবদল করেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' নাটকের মূল দর্শন আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রাখেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "চণ্ডালিকা'র দুইটি দিক—একটি তাহার সাহিত্যিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক, অপরটি আর্টের। কবি প্রথম যখন এইটি লেখেন, তখন মনস্তত্ত্ব বা প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক সংগ্রাম ছিল রচনার মূলে। এখন সেই মনস্তত্ত্বমূলক কথোপকথনকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিতে গিয়া অনেক কিছুই যোজনা করিতে হইল। দুইটি